1. সরকারী ঋণ
(Public Debt

সরকারের আয়ের উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম উৎস সরকারী ঋণ। সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকারী ঋণ বলতে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকেই বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে সরকারী ঋণ এবং ব্যক্তি

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছামূলক হয়ে থাকে।

সরকারী ঋণের প্রকার ভেদঃ সরকারী ঋণকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে;

অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বাহ্যিক ঋণঃ সরকার যদি দেশের অভ্যন্তর থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাহলে সেই ঋণকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলা হয়। দেশের অভ্যন্তরে সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অথবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। এগুলি হল অভ্যন্তরীণ ঋণের বিভিন্ন উৎস। অন্যদিকে বাহ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে সরকার দেশের বাইরের কোন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। বিদেশী সরকারের কাছ থেকে বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে বা বিদেশের কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঋণ সংগ্রহ করা হয় তাহলে তাকে বাহ্যিক ঋণ বলা হয়।

স্বেচ্ছামূলক ঋণ ও বাধ্যতামূলক ঋণঃ দেশের জনগণ স্বেচ্ছায় সরকারকে যে ঋণ দেয় তাকে বলা হয় স্বেচ্ছামূলক ঋণ। অধিকাংশ সরকারী ঋণই স্বেচ্ছামূলক। কিন্তু যুদ্ধ বা কোন জরুরী অবস্থার সময়ে সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বাধ্যতামূলক আমানত প্রকল্প (Compulsory deposit scheme) বাধ্যতামূলক ঋণের উদাহরণ।

উৎপাদনশীল ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণঃ সরকারী ঋণের ব্যবহার অনুযায়ী এই ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণ এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ঋণের মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া গেল সেই অর্থ উৎপাদনশীল কাজের জন্য ব্যবহার করা হলে সেই ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়। উৎপাদনশীল ঋণের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়। এই আয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়। অন্যদিকে যুদ্ধ ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়। এইরূপ ঋণের ফলে কোন আয় বা সম্পদ সৃষ্টি হয় না। তার ফলে এরূপ ঋণের বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

আবদ্ধ ঋণ ও অনাবদ্ধ ঋণঃ সরকার দীর্ঘকালের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলে আবদ্ধ ঋণ। দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র বিক্রি করে সরকার এই ধরনের ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। অন্যদিকে সরকার যখন স্বল্পকালের জন্য ঋণ গ্রহণ করে তখন তাকে অনাবদ্ধ ঋণ বা ভাসমান ঋণ (Floating debt) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ সরকার ট্রেজারি বিল বিক্রি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে স্বল্পকালের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে এই ধরনের ঋণকে অনাবদ্ধ ঋণ বলা হয়।

পরিশোধযোগ্য ঋণ ও অপরিশোধযোগ্য ঋণঃ যখন সরকার ঋণ গ্রহণ করে তখন ঋণপত্র বিক্রি করা হয়। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের জন্য সরকার ঋণ নিয়ে

Scanned with CamScanner

থাকে। যে ঋণ পরিশোধের সময় মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে তাকেই পরিশোধযোগ্য ঋণ বলা হয়। যদি সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে পাঁচ বছর বাদ ঋণপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ঋণের টাকা ফেরত দেওয়া হয় এবং এই পাঁচ বছর ধরেই ঋণের উপর সুদ দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের কোন নির্দিষ্ট সময় মেয়াদ থাকে না। এই ধরনের ঋণকে অপরিশোধযোগ্য ঋণ বলা হয়। এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে নিয়মিত সুদ দেওয়া হয় কিন্তু যে অর্থ ঋণ হিসাবে নেওয়া হল সেই অর্থ পরিশোধ করার কোন নির্দিষ্ট সময় মেয়াদ থাকে না।

Scanned with CamScanner